বাংলাদেশের ধ্বংসাত্মক ও হিংসাত্মক রাজনীতি

মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান

রাজনীতি হলো কোন দেশের বা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অধিকার ও স্বার্থ আদায়ের একটি পদ্ধতি যেখানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোন রাজনৈতিক দল মতামত ব্যক্তকরণের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে, সংগঠিত করে, ভোটাধিকার প্রয়োগ করে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে রাষ্ট্রীয় বা সমাজের সমাজের ক্ষমতায় আসীন হয়ে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করে। এখানে মতপার্থক্য থাকে, ঐক্যতাও থাকে, মতের বিরোধিতা থাকে আবার সংহতিও থাকে। পুরো প্রক্রিয়াটাই এখন বিশ্বে একটা স্বীকৃত পদ্ধতিতে এসে গেছে। রাজনীতির সর্বশেষ কথা হলো জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতির আলোকে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আদায় এবং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন। এর বাইরে ক্ষমতাসীন হওয়ার পথ অবৈধ।

এর আলোকে বাংলাদেশের রাজনীতি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থনে পেয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন। নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একের পর এক উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করছে। ভিশন ২০৩১ এবং ২০৪১ ঘোষণা করে তার আলোকে এগিয়ে চলেছে। উন্নয়নের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত তার প্রমাণ। জনগণের প্রত্যাশা প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতাসীন হয়ে জনগণের প্রত্যাশা মেটাবে।

কিন্তু যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পৃথিবী আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হলেও দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো উল্টো পথে হাটছে। ধ্বংসাত্মক ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ তাঁদের রাজনীতির মূল হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতি যেখানে সততা, সহনশীলতা ও বন্ধুপ্রতিম ও নিয়মতান্ত্রিক হওয়ার কথা, সেখানে উল্টো শত্রুতা বাড়ছে দিন দিন। রাজনৈতিক শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ, শ্রদ্ধাবোধ এসব দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে একশ্রেণির রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে। দিন দিন দেশের রাজনীতিকে গ্রাস করছে হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা ও অসত্য বক্তৃতা-বিবৃতির সংস্কৃতির বেড়াজালে। অসহায় জনগণ দেখছে রাজনীতির এই চোরাবালি খেলা, ডুবে মরছে চোরাবালিতে।

দেশের রাজনৈতিক দলগুলো আধুনিক মন ও মননশীলতা থেকে পিছু হটার কারণ হলো- ধর্মীয় গোঁড়ামি, কম শিক্ষিত/অর্ধশিক্ষিত গ্রামের মানুষগুলোকে ভুল বুঝিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা আদায়ের চেষ্টা, ধর্মের সাথে রাজনীতিকে গুলিয়ে ফেলা এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার, ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা ইত্যাদি। এছাড়াও নেতৃত্বের দুর্বলতা ও সাংগঠনিক ভিত শক্ত না হওয়া, দেশের প্রতি আনুগত্য, দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা সম্পর্কে পরবর্তী বংশধরদের নিকট সঠিক তথ্য তুলে না ধরা, নিজ দলে গণতন্ত্র চর্চা না থাকা, ভিন্ন দলমতের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি অন্যতম কারণ।

আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে তাকানো যায়- ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে শাহাদত বরণ করার পর এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার দাবিতে আওয়ামী লীগ কত দিন হরতাল করেছে? কতটি গাড়ী ভাংচুর করেছে? অথচ বঙ্গবন্ধু ছিলেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশের স্থপতি এবং একটি বড় দলের প্রধান নেতা। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামীলীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা'র জনসভায় প্রকাশ্যে বোমা হামলা ও মানুষ খুন করার পর আওয়ামীলীগ কত দিন হরতাল করেছিল?

বিপরীতে দেখা যায় ২০১৪ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী ধ্বংসলীলা, জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলনসহ একটানা নব্বই দিন হরতাল পালন করা হয়েছিল। ২০১৩ সালে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২১৫ দিন হরতালে ডেকেছে। এর কোনটা দেশব্যাপী, কোনটা নির্দিষ্ট অঞ্চলজুড়ে। অন্যদিকে যুদ্ধাপরাধ ও খুনের দায়ে গোলাম আজম, মতিউর রহমান নিজামী, সাঈদীসহ মুজাহিদের গ্রেফতার এবং আর্ন্তজাতিক যুদ্ধ আপরাধ ট্রাইবুনালে বিচার শুরু হবার পর এবং সর্বশেষ কাদের মোল্লার ফাঁসি হওয়ার পর দেশে যেভাবে খুন, হত্যা, লুটতরাজ, মানুষ ভর্তি গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা, রাষ্ট্রীয় সম্পদ/স্থাপনায় হামলা, আগুন দেওয়া, রেললাইনের স্লিপার উপড়ে ফেলাসহ যেভাবে নাশকতা আর নৈরাজ্য চালানো হয়েছে, তাতে প্রমাণিত হয় দেশে এই ধ্বংসাত্মক ও হিংসাত্মক রাজনীতির বীজ বপন করেছে স্বাধীনতাবিরোধী, ধর্মান্ধ গোষ্ঠী ও তাদের মদদদানকারী কিছু রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী।

এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, ১৯৯১-৯৬ সালে বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে রাজনৈতিক সহিংসতায় ১৭৪ জন মারা যায়। ১৯৯৬-২০০১ আওয়ামী লীগের প্রথম শাসনামলে মারা যায় ৭৬৭ জন মানুষ। বিএনপি দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় থাকাকালে ২০০১-২০০৭ সালে হরতাল সহ অন্যান্য কারণে মৃত্যুবরণ করে ৮৭১ জন। তত্ত্বাবধায়ক আমলে ২০০৭-০৮ সালে মারা যায় ১১ জন। এবার আওয়ামী লীগ আমলে ২০০৯ থেকে ৮ নভেম্বর ২০১৩ সাল পর্যন্ত মারা গেছে ৫৬৪ জন। হরতালের সহিংসতায় ২০১৩ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ১০ দিনে নিহত হয়েছে ২৭ জন, আহত হয়েছে এক হাজারেরও বেশি। ককটেল, পেট্রোল, বোমায় অগ্নিদগ্ধ হয়েছে ৭৬ জন। এদের মধ্যে ১৩ শিশু ও তিনজন প্রতিবন্ধী রয়েছে। শুধু আগুনে পুড়েই মারা গেছে ৬ জন। ৪৯০টি যানবাহনে আগুন দেওয়া হয়েছে। দেড় হাযারের বেশি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং উদ্ধার হয়েছে আট শতাধিক *(দৈনিক সকালের খবর, ১৭ নভেম্বর ২০১৩)*।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রথম বর্ষপুর্তির দিনে ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি ঢাকায় সমাবেশ করতে না দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৬ই জানুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের অবরোধের ডাক দেয় বিএনপি। এ অবরোধ একশ' দিন পার করেছে। অবরোধ-হরতালে

পেট্রোল বোমায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছেন ১৫৩ জন। এই সময়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের তথ্য অনুযায়ী পেট্রোল বোমায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে ভর্তি হয়েছেন ১৮১ জন, চিকিৎসা অবস্থায় মারা যান ২২ জন।

২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য অনুযায়ী, বিএনপি-জামাত জোটের অবরোধ-হরতালের প্রথম ৫২ দিনের নাশকতায় ১ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এই সময়ে কমপক্ষে ১০১ জনের মৃত্যু এবং সহস্রাধিক আহত হয়েছেন। ১ হাজার ১৭৩টি যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই) ওই সময়ে এক পরিসংখ্যানে বলেছে, এক দিনের হরতালে ক্ষতি হয় ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। বিজিএমই-এর তথ্য মতে, একদিনের হরতালে পোশাক খাতে ক্ষতির পরিমাণ ১৪০ কোটি টাকা। পরিবহণ মালিকদের মতে, গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায় ১ দিনে কমপক্ষে ২৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে।

বাংলাদেশের মানুষ শান্তি প্রিয়। তারা দু'বেলা অন্ন, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থান পেলে সন্তোষ্ট। তারা চায় না দেশের এই অপরাজনীতি। তারা চায় শান্তি, আইনের শাসন, বাক ও ব্যক্তি স্বাধিনতা। জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে এই জ্বালাও-পোড়াও, হরতালের মত ধ্বংসাত্মক ও হিংসাত্মক রাজনীতিকে। তারা চায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা, জীবন যাপনের নিরাপত্তা, শান্তিতে বসবাস করার মত সুন্দর একটি দেশ। হিংসাত্মক, ধ্বংসাত্মক, জ্বালাও-পোড়াও এর মত রাজনীতি যে তারা পছন্দ করেন তা কয়েকটি রাজনৈতিক দলের দেওলিয়াপনা থেকে বোঝা যায়। তাদের উপলব্ধি করতে হবে যুদ্ধাপরাধীদের সাথে গলাগলি করে বাংলাদেশে জনগণের সমর্থন পাওয়া যাবে না। এখন বাংলার মানুষ বুঝতে শিখেছে, প্রকৃত ইতিহাস জানতে পেরেছে, উগ্রবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে চিনে ফেলেছে। তাছাড়া ক্ষমতাসীন হওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ সংসদ রুদ্ধ করে দিয়েছে। বাংলার জনগণ সে পথে কাউকে ক্ষমতায় যেতে দিবে না।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন খুব দূরে নয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবার ধর্মীয় উগ্রবাদী শক্তি, জ্বালাও পোড়াও শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিভিন্ন দিবসকে সামনে রেখে আবারও দেশের স্থীতিশীলতা নষ্ট করতে পারে। তারা বিভিন্ন ইস্যুতে গুজব ছড়িয়ে, সরকার বিরোধী অপপ্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার পাঁয়তারা করতে পারে। এই উগ্রবাদী ও জ্বালাও পোড়াও শক্তি যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

আসুন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও ধ্বংসাত্মক রাজনীতি পরিহার করে আধুনিক ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার নেতৃত্বদানকারী শক্তিকে সহায়তা করি। ধ্বংসাত্মক ও হিংসাত্মক রাজনীতির পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ ও যুক্তিনির্ভর গণতান্ত্রিক চর্চা করি, যা মানুষের কল্যাণ ও বেঁচে থাকার স্বপ্নকে উৎসাহিত করে। এমন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করি। রাজনীতি হোক আদর্শিক, সেবামূখী ও মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিত। রাজনীতিবিদরা হোক সৎ, দেশপ্রেমিক, পরমমত সহিষ্ণু ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রধান কুশীলব - এমন প্রত্যাশা করে জনগণ।

#

লেখক: পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা

১১.০৪.২০২২ পিআইডি ফিচার